৫৮

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 18 NOV 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি

নাছিম উল আলম ॥ দেশের ২৩ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার জীবন ধারণের ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধাও আজ পর্যন্ত নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। অথচ এসব শিক্ষক প্রতিবছর অন্তত ৮০ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীকে পাঠদান করছেন, গড়ে তুলছেন ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে। কিন্তু যে মেধা ও শ্রমের বিনিময়ে তারা এ কাজ করছেন তার কোন মূল্যায়ন হচ্ছে না। তাদের নিজেদের সন্তান-সন্ততির মুখে দু'বেলা দু'মুঠো আহার তুলে দেয়ার সামর্থ্যও তাদের নেই।

দেশ স্বাধীন হবার পরে ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সরকার সব প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পরে দেশে এ পর্যন্ত আরো প্রায় ২৩ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে। কিন্তু এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলীর বেতন-ভাতার বিষয়টি এখনো অনেকটাই উপেক্ষিত রয়ে গেছে। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২৩ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা কর্মরত আছেন। বহু আন্দোলন ও দেন-দরবারের পরে সাবেক বিএনপি সরকার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য ৫২৫ টাকা থেকে ৭৪৫ টাকা পর্যন্ত স্তরভিত্তিক মাসিক মঞ্জুরি ঘোষণা করে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে সর্বাধিক ৪ জন করে শিক্ষক-শিক্ষিকার জন্য এ অনুদান দেয়া হচ্ছে। কিন্তু বর্তমান যুগে একজন মানুষের পক্ষে এই স্বল্প বেতনে জীবন ধারণ করার বিষয়টি স্বপ্নের চেয়েও অবাস্তব ছাড়া অন্য কিছু নয়। অথচ এই স্বল্প বেতন নিয়েই দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক

৮-এর পাতায় দেখুন

দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকের জীবন ধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রায় ৮০ লাখ ছাত্র-ছাত্রীকে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলছে। কিন্তু তাদের নিজেদের ভবিষ্যতই এখনো অন্ধকারে। এসব বেসরকারী শিক্ষকমন্ডলীর সন্তান-সন্ততি এখন অত্যন্ত মানবেতর জীবন যাপন করছে। বিএনপি সরকার এসব শিক্ষকদের চিকিৎসা, বাড়ী ভাড়া, উৎসব ও প্রশিক্ষণ ভাতা দেয়ার ব্যাপারে বহু আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু তা বাস্তবায়ন হয়নি, ঐ সরকারেরই কতিপয় ক্ষমতাধর ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতায়। অথচ একই কাজ করে এখন একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতি মাসে ৩ থেকে ৫ হাজার টাকা বেতন গ্রহণ করছেন। তারা পাচ্ছে ২টি উৎসব ভাতা। বেসরকারী শিক্ষকরা কোন উৎসব ভাতাও পায় না। ফলে ঈদ কোরবানী তাদের জীবনে আনন্দের পরিবর্তে শুধু দুঃখ আর হতাশাই ডেকে আনে প্রতি বছর। এদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। অথচ তারা প্রতিনিয়ত ভবিষ্যত বংশধরদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ভিত্তি রচনা করার মত দায়িত্ব পালন করছে।

সম্প্রতি সরকার দেশের বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও বিদ্যমান পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে রিপোর্ট প্রদানের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের সচিব'র নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেছেন। কমিটি চলতি নভেম্বর মাসের মধ্যেই রিপোর্ট দেবে।

বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জনাব সামছুল আলম ইনকিলাবকে জানান, তারা সরকারের কাছে ৫ দফা দাবী জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, সকল রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, জাতীয়করণের পূর্ব পর্যন্ত সরকারী শিক্ষকদের মত পূর্ণ বেতন স্কেল প্রদানসহ জুলাই '৯৬ থেকে বাড়ী ভাতা, চিকিৎসা, উৎসব ও প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান, প্রধান শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন স্কেল প্রদান, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইউনিট কর্তৃক ২৩/১১-৯৩-এর নির্দেশে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতন ভাতা চালু করা, মহানগরীসহ সব বিদ্যালয়ে, ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে ৪-এর অধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার বেতন ভাতা প্রদান এবং বিদ্যালয় ভবন পুনঃনির্মাণ।

দেশের এসব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তাদের দাবী-দাওয়ার জন্য ইতোপূর্বে ব্যাপক আন্দোলন করেছে। তারা ঢাকায় কাফন মিছিল করেছে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশনও করেছে। গত বছর ২৮ অক্টোবর থেকে বেসরকারী শিক্ষকবৃন্দ আমরণ অনশন শুরু করার পরে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু তৎকালীন সরকার বিষয়টির প্রতি তেমন নজর দেয়নি। তবে বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সেদিন ছুটে গিয়েছিলেন এসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের পাশে। তিনি সেদিন জীবনের মায়া ত্যাগকারী ঐসব প্রাথমিক শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, "আল্লাহ যদি আগামী নির্বাচনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনের ক্ষমতা দেন, তাহলে সর্বপ্রথমে বেসরকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবী মেনে নিয়ে তাদেরকে মানবেতর জীবন-যাপন থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করব"। দেশের বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ আজ আশায় বুক বেঁধে আছেন সেদিনের বিরোধী দলীয় নেত্রী ও আজকের প্রধানমন্ত্রীর সে বক্তব্যের বাস্তব রূপ দেখার জন্য। তাদের সে আশা যেন নিরাশায় পরিণত না হয়, সে অনুরোধ আজ দেশের ২৩ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকার।